DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab ISSN: 1813-0372 E-ISSN: 2518-9530

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ১৮ সংখ্যা : ৭১ ও ৭২
জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০২২

Journal of Islamic Law and Justice
مجلة القانون والقضاء الإسلامي
ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা
www.islamiainobichar.com

INDEXED BY

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৮ সংখ্যা : ৭১ ও ৭২

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে মোঃ শহীদুল ইসলাম

প্রকাশকাল : জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর : ২০২২

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২, ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.islamiainobichar.com

সম্পাদনা বিভাগ : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web: www.ilrcbd.org

অঙ্গসজ্জা : আলমগীর হোসাইন

দাম : ১০০ টাকা US $ 5

Published by Md. Shohidul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B, Purana Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 100 US $ 5

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ শহীদুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. আবূ উমার ফারুক আহমদ
কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

ড. আব্দুল্লাহ এম নোমান
সহযোগী অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনা পেমব্রুক, যুক্তরাষ্ট্র

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
আইন ও বিচার বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. হাফিজ এ. বি. এম. হিজবুল্লাহ
আল-কুরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

প্রফেসর ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম
দর্শন ও তুলনামূলক ধর্ম বিভাগ
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান
অধ্যাপক, আরবি বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: DA-6100) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* **প্রবন্ধের বিষয়বস্তু:** এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* **পাণ্ডুলিপি তৈরি:** পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* **প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি:** প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* **প্রবন্ধের কাঠামো:** প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* **উদ্ধৃতি উপস্থাপন:** এ পত্রিকায় তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago Manual of Style এর Author-Date পদ্ধতি অবলম্বনে ইন-টেক্সট উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* **প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া:** পাণ্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* **প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:** জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* **লেখা প্রকাশ:** প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

বিদ'আত থেকে দীনের সুরক্ষায় *সাদ্দ আয্-যারাঈ'* এর প্রয়োগ: একটি উসূলী বিশ্লেষণ ৯
মোঃ আরিফুল ইসলাম
DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab.v18i71-72.226

ভূমি ব্যবস্থাপনায় শুফ্'আ আইনের ভূমিকা: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ ৩৯
ইমদাদুল হক
DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab.v18i71-72.222

ইসলামে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষার ধারণা : একটি পর্যালোচনা ৬৭
মুহাম্মদ ছাইদুল হক
DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab.v18i71-72.227

পরিবেশ উন্নয়নে ইসলামের নির্দেশনা ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন : একটি পর্যালোচনা ৯১
মোহাম্মদ আবু নোমান
DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab.v18i71-72.228

যৌন হয়রানি ও ইসলামী আইনে এর প্রতিকার : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত ১১৩
মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান
DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab.v18i71-72.230

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের ৭১ ও ৭২তম সংখ্যা প্রকাশিত হলো।

ইসলামী শরী'আহ'র দৃষ্টিতে বৈধ কিছু বিষয় অবৈধ বিষয়ের দিকে ধাবিত করার সম্ভাবনা বহন করার কারণে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। অর্থাৎ শরী'আহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজের দিকে ধাবিত করতে পারে বা সরাসরি নিষিদ্ধ কাজের মাধ্যম হতে পারে- এ আশঙ্কায় শরী'আহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজের দিকে ধাবিতকারী পথ বা মাধ্যমকেও নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করা হয়, যাতে নিষিদ্ধ কাজটি সম্পাদিত হওয়ার সব পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। শরী'আহ এর এ মূলনীতিকে বলা হয় সাদ্দ-আয্-যারাঈ' বা 'অকল্যাণ কিংবা মন্দ কাজের পথ রচনাকারী অনুমোদিত ও বৈধ উপায়-উপকরণগুলো বন্ধকরণ'। এটি মূলত ইসলামী আইনে প্রতিরোধমূলক ভূমিকা পালন করে। যেমন একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ দুর্গবাসীকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাব্য সব উপায় প্রতিরোধ করে। ইসলামী আইনের প্রসিদ্ধ মাযহাবগুলো 'সাদ্দ আয্-যারাঈ'কে শরী'আতের সম্পূরক (complementary) দলীল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। মাকাসিদুশ শরী'আহ তথা ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সাদ্দ-আয্-যারাঈ' একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিদগ্ধ ইমামগণ ইসলামী আইনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এ মূলনীতি প্রয়োগ করেছেন। যার ধারাবাহিকতায় দীনের হেফাজতের জন্যও এ নীতির ব্যাপক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। "বিদ'আত থেকে দীনের সুরক্ষায় সাদ্দ আয্-যারাঈ' এর প্রয়োগ : একটি উসূলী বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

ইসলামী আইনের বিভিন্ন শাখায়ও সাদ্দ আয্-যারাঈ' এর প্রয়োগের দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেসব অবস্থা, পরিস্থিতি ও কারণে মানুষের মধ্যে বিবাদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে সেসব পথ বন্ধ করেই শরীআতের বিধান প্রণীত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'শুফ্'আ' আইনের উল্লেখ করা যেতে পারে। শুফ'আ বা পার্শ্ব-জমি অগ্রক্রয় অধিকার হলো ইসলামী আইনের একটি ভূমি সংক্রান্ত উপ-আইন। ভূমি ব্যবস্থাপনায় শুফ্'আ আইন-এর ভূমিকা অপরিসীম। কারণ, শুফ্'আ আইন সংশ্লিষ্ট জমির সব ধরনের অংশিদার ও প্রতিবেশীর অধিকার সংরক্ষণ করে। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কর্তৃক

প্রতিষ্ঠিত মদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম এ আইনের প্রায়োগিক সূচনা হয়। ১৪০০ বছর ধরে এ আইন মুসলিম সাম্রাজ্যে নন্দিত ভূমি আইন হিসেবে অভাবনীয় ভূমিকা পালন করছে। এ আইনের খুঁটিনাটি দিক নিয়ে রচিত হয়েছে "ভূমি ব্যবস্থাপনায় শুফ্'আ আইনের ভূমিকা: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ" প্রবন্ধটি।

ইসলামী আইনের মূল প্রতিপাদ্য হলো, মানবতার জন্য ক্ষতিকর বিষয় অপসারণ ও কল্যাণ আনয়ন। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও তার টেকসই ফলাফল অর্জনের জন্য জ্ঞানার্জনকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মহান আল্লাহ অনুগ্রহপূর্বক সকল সমস্যার সমাধানের আকর গ্রন্থ হিসেবে কুরআন মাজীদ নাযিল করেন। এ মহাগ্রন্থের প্রথম নির্দেশ 'পড়ো'। কিন্তু সেই 'পড়া'র পদ্ধতি কী হবে– তা তিনি বলেননি। মহানবী ﷺ মহান আল্লাহর নির্দেশকে সামনে রেখে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে মানবজাতির নিকট শিক্ষার আলো পৌঁছে দিয়ে একদল বিশ্বখ্যাত আলোকিত মানুষ তৈরি করেন। পরবর্তীকালে সেই শিক্ষাকে যুগের চাহিদার আলোকে মানুষের নিকট সহজলভ্য করার লক্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব পদ্ধতির অন্যতম হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমন্বিত উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতির শিক্ষার ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের নির্দেশনার আলোকে প্রণীত হয়েছে "ইসলামে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষার ধারণা : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধটি।

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় মানবতার জন্য ক্ষতিকর বিষয় অপসরণ ও কল্যাণ আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণের মতো বিষয়ও এ থেকে বাদ পড়েনি। বরং পরিবেশ উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও এর বিপর্যয় রোধে ইসলাম বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছে। পরিবেশের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের সাথে টেকসই উন্নয়নের গুরুত্ব ও সম্পর্ক বিশ্লেষণ এবং পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে ইসলামের বিধান ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের পর্যালোচনা করে "পরিবেশ উন্নয়নে ইসলামের নির্দেশনা ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন : একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, পরিবেশ উন্নয়নে আমাদের যে সব সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা অনুধাবন করে এ থেকে উত্তরণের পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করার পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। সুতরাং সমস্যাগুলো নির্ধারণ করে সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারলে একটি উত্তম ও টেকসই পরিবেশ সমৃদ্ধ নিরাপদ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে।

নিরাপদ ও শান্তিময় বাংলাদেশ গড়ার জন্য আরও একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হলো, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সার্বিক নিরাপত্তা। যাতে দেশে বসবাসরত কোনো নাগরিক কোনো ধরনের হয়রানির শিকার না হন। সাম্প্রতিক যৌন হয়রানি বাংলাদেশে একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। এমনকি রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল, যানবাহনে মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেরাও যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। অনেকেই যৌন হয়রানির শিকার হয়ে আত্মহত্যাও করছে। অনেককে লেখা-পড়া বন্ধ করতে হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে বর্তমান সামাজিক বাস্তবতায় বিভিন্ন আঙ্গিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে যৌন হয়রানির কারণ নির্ণয় ও এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। বিশেষত এ বিষয়ক ইসলামী নির্দেশনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি যৌন হয়রানি মুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব। "যৌন হয়রানি ও ইসলামী আইনে এর প্রতিকার : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

আশা করি ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের ৭১ ও ৭২তম যুক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত ইসলামী আইনের উপযোগিতা বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলে উপকৃত হবেন। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

- প্রধান সম্পাদক